মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিশ্বসভ্যতা

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ ইমু ইন্টারনেট নিয়ে কাজ করার সময় এক বন্ধুর সাথে পরিচয় হয়, যার দেশের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশে। একটি নদী তাদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সে দেশের জনগণ প্রথম জ্যামিতি ও পাটিগণিতের প্রচলন করেন এবং সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই আমলে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. মিশর কয়টি মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল? ১

খ. মিশরের ভাস্কর্যের পরিচয় দাও। ২

গ. ইমুর বন্ধুর দেশের প্রাচীন মানুষের বিজ্ঞানে অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিল্পক্ষেত্রে ইমুর বন্ধুর দেশ ছিল প্রাচীনকালে বিখ্যাত— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ এ তিনটি মহাদেশ দ্বারা মিশর পরিবেষ্টিত ছিল।

খ প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের অসাধারণ প্রতিভার ছাপ পাওয়া যায়।

ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংকস এবং এটি হচ্ছে এমন একটি মূর্তি যার দেহটা সিংহের কিন্তু মুখ মানুষের মতো। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। তাছাড়া তৎকালীন মিশরীয় মন্দিরগুলোতেও অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্যের নির্দশন প্রতিফলিত হয়েছিল।

গ ইমুর বন্ধুর দেশের প্রাচীন মানুষের অর্থাৎ মিশরীয়দের বিজ্ঞানে অবদান অতুলনীয়।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান অনস্বীকার্য। মিশরীয় সভ্যতা কৃষিনির্ভরশীল হওয়ার কারণে নীলনদের প্লাবন, নাব্যতা, পানি প্রবাহের মাপ, জোয়ারভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের গভীর যোগাযোগ থাকায় তারা এ দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করে। তারা অংক শাস্ত্রের দুটি শাখা জ্যামিতি এবং পাটিগণিতের প্রচলন করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারাই প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, জল ঘড়ি ও ছায়াঘড়ি আবিষ্কার করে। তারাই প্রথম ৩৬৫ দিনে এক বছরের ধারণা দেয়। ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় বেশি আগ্রহ ছিল। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত এবং ফারাওরা পরবর্তী জন্মেও রাজা হবেন এই ধারণা থেকে মিশরীয় বিজ্ঞানীরা ফারাওদের মৃতদেহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে পচন থেকে রক্ষার জন্য মমি তৈরি করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও মিশরীয়রা ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছিল। তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ, হৃৎপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত।

পরিশেষে বলা যায়, ইমুর দেশের তথা মিশরের প্রাচীন মানুষরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সকল অবদান রেখেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

ঘ শিল্পক্ষেত্রে ইমুর বন্ধুর দেশ অর্থাৎ মিশর প্রাচীনকালে অনেক বিখ্যাত ছিল।

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রাচীনকালে মিশরে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য শিল্প গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। তারা সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে চিত্রশিল্পের সূচনা করে। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘরবাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবিতে মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে। কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিল। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা-রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারু শিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। ভাস্কর্য শিল্পেও মিশরীয়দের মতো অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংকস। স্ফিংকসের দেহটা সিংহের মতো দেখতে হলেও মুখটা ছিল মানুষের মতো। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। সুতরাং ইমুর বন্ধুর দেশ অর্থাৎ মিশর শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদানের জন্য প্রাচীনকালে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছিল।

প্রশ্ন ▶২ গ্রামের মেয়ে রাহেলা ঢাকা শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেল। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। ঢাকা শহরের বড় বড় রাস্তা, সুন্দর সুন্দর দালান-কোঠা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে সে বিস্মিত হলো। বাসায় গিয়ে গোসলখানায় শাওয়ারে গোসল করে আরও আনন্দিত হলো এবং ভাবল এখানে সব ধরনের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ◀ *শিখনফল-২*

ক. কোন নদীর তীরে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? ১

খ. হায়ারোগ্লিফিকের উত্তরণের পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীকে উল্লিখিত নগরজীবন কোন সভ্যতার নগর জীবনের সাদৃশ্য স্বরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতায় কোন ধরনের নগর ব্যবস্থা ছিল বলে তুমি মনে কর? ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

খ হায়ারোগ্লিফিকের উত্তরণের তিনটি স্তর ছিল।

প্রথম পর্যায়ে লিপি ছিল চিত্রভিত্তিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষরভিত্তিক এবং তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণভিত্তিক। প্রাথমিক পর্যায়ে পাথর বা কাঠের গায়ে লিপি খোদাই করা হতো। পরে নলখাগড়া জাতীয় গাছের খণ্ড থেকে তারা কাগজ বানাতে শেখে। দীর্ঘ সময় প্যাপিরাসের ওপর তারা বিভিন্ন বিষয় লিপিবন্ধ করতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নগরজীবন সিন্ধুসভ্যতার নগর জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সিন্ধুসভ্যতা উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা এবং মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় শহর। এ সভ্যতার ঘরবড়ি সবই পোড়ামাটির বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি এবং প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথ সংযুক্ত করা হতো। নগরীর ভেতর ছিল সোজা পাকা রাস্তা এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল।

তেমনিভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, গ্রামের মেয়ে রাহেলা ঢাকা শহরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বড় বড় রাস্তা, সুন্দর সুন্দর দালান-কোটা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হলো। সে বাসায় গোসলখানার শাওয়ারে গোসল করে আনন্দিত হলো এবং ভাবলো এখানে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত নগরজীবন সিন্ধুসভ্যতার নগরজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুঠে উঠেছে।

ঘ উক্ত সভ্যতায় অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতায় উন্নত ধরনের নগর ব্যবস্থা ছিল বলে আমি মনে করি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা অন্যতম। সিন্ধুসভ্যতায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় বড় শহর । ঘরবাড়ি সবাই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেলে সোজা পাকা রাস্তা এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা ছিল। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। মহেঞ্জোদারোতে একটি বৃহৎ স্নানাগারের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চটি ছিল যা সাঁতার কাটার উপযোগী। সিন্ধুসভ্যতায় নির্মিত শহরগুলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উঁচু ভিতের উপর নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরগুলোর এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর একটি করে নগর দুর্গ নির্মাণ করা হতো।

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সিন্ধুসভ্যতায় উন্নত নগর ব্যবস্থা ছিল।

প্রশ্ন ▶৩

A	B
অ্যাপোলো	সক্রেটিস
পোসিডন	প্লেটো
এথেনা	এরিস্টটল

◀ শিখনফল-৩ [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. মহেঞ্জোদারো কথাটির অর্থ কী? ১

খ. বিশ্বসভ্যতার মিশরীয়রা ভাস্কর্যশিল্পে কীরূপ ভূমিকা রেখেছিল? ২

গ. উল্লিখিত ছকের A এবং B এর নামগুলো কোন সভ্যতার পরিচয় বহন করে? উক্ত সভ্যতার কোন কোন ক্ষেত্রে এদের অবদান ছিল? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'ধর্ম ও দর্শন'— এ দুটি ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতায় কোনটিকে তুমি এগিয়ে রাখবে? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহেঞ্জোদারো কথাটির অর্থ মরা মানুষের ঢিবি।

খ প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্যশিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্যশিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। যেমন– গিজার অতুলনীয় স্ফিংক্স, পিরামিড, সমাধি-সৌধ, মন্দির প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকের ছক A এবং B তে বর্ণিত নামগুলো গ্রিক সভ্যতার পরিচয় বহন করে। উক্ত সভ্যতার ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে এদের অবদান ছিল।

উদ্দীপকের ছক A-তে বর্ণিত নামগুলো হলো অ্যাপোলো, পোসিডন, এথেনা। গ্রিকদের বারোটি দেব-দেবীর মধ্যে এরা ছিলেন অন্যতম। হেলেনীয় যুগের জনগণ (প্রাচীন গ্রিকরা) ছিলেন প্রকৃতি পূজারী ও দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। প্রতিটি নগর ও অঞ্চলের নিজস্ব দেবতা ছিল। উদ্দীপকে উল্লিখিত অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা এবং এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী।

উদ্দীপকের ছক B-তে বর্ণিত নামগুলো হলো যথাক্রমে সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল। প্রাচীন গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এদের নাম অগ্রগণ্য। এদের বলা হতো সফিস্ট। সফিস্টদের মতে, দার্শনিকদের যে কোনো বক্তব্যই চূড়ান্ত কিংবা চিরসত্য নয়। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূলদিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। এছাড়া গ্রিক দর্শনে দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলের অবদানও উল্লেখযোগ্য। গ্রিক দর্শনকে তারা চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের A এবং B তে বর্ণিত নামগুলো গ্রিক সভ্যতাকেই তুলে ধরেছে।

ঘ 'ধর্ম ও দর্শন' এ দুটি ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতায় আমি দর্শনকে এগিয়ে রাখব, কেননা দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল।

পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে, মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রাচীন গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। এ সময় গ্রিসে একশ্রেণির যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে যারা সফিস্ট নামে পরিচিত। সফিস্ট চিন্তাবিদগণ ছিলেন যে কোনো বক্তব্য প্রমাণ সাপেক্ষে গ্রহণের পক্ষে। এরা বিশ্বাস করতেন, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। এভাবে তারা চিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিসে এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। এ দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিসের শিক্ষার মূল কথা ছিল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয় যাচাই করা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে আবেগ বর্জন করা। পরবর্তীতে তার দার্শনিক চিন্তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল। এভাবে গ্রিসে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

অন্যদিকে, গ্রিকরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিল প্রকৃতি পূজারি এবং বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে তারা কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, তাই আমি গ্রিক সভ্যতায় ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে দর্শনকে এগিয়ে রাখব।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৪ কৃষক রহিম সিলেটে টিলার আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে চাষাবাদ শুরু করেন। প্রথমদিকে সফলতা না পেলেও তিনি আরও উদ্যোগের সাথে অন্য কৃষকদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কয়েক বছরের মধ্যেই রহিম কৃষক ভালো ফসল পান এবং তার অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। রহিম কৃষক ও অন্য কৃষকেরা টিলা, কারখানা, মসজিদ, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন।

◀ শিখনফল-১ [খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কোন রাজা রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. রোমে তিনজনের শাসন টিকেনি কেন? বর্ণনা কর। ২

গ. কৃষক রহিম ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যে মিশরীয়দের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রহিম কৃষকের এলাকার স্থাপত্যসমূহ কি প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের অনুরূপ? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাতিন রাজা রোমিউলাস (Romulus) রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

খ পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে রোমে তিনজনের শাসন টিকেনি।

রোমে অক্টোভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাসের একত্রিত শাসন ব্যবস্থা 'ত্রয়ী শাসন' বা তিনজনের শাসন বলে পরিচিত। তবে এ শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল রোমের একচ্ছত্র অধিপতি বা সম্রাট হওয়ার। ফলে খুব শীঘ্রই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং ত্রয়ী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মিশরীয় সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

ঘ মিশরীয় সভ্যতার স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে মতামত দাও।

প্রশ্ন ▶৫ নাজমা টিভিতে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দেখছিল। সেখানে দেখানো হচ্ছিল, পুরাতত্ত্ব বিভাগের একদল লোক বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার করেন। একই সময় অন্য আরেক দলের প্রচেষ্টায় অন্য স্থানে আরেকটি প্রাচীন সভ্যতা খুঁজে পায়। *◀ শিখনফল-২*

ক. মিশর কয়টি মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল? ১

খ. মিশরীয় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের নাজমার দেখা প্রামাণ্য চিত্রে প্রাচীন কোন সভ্যতা আবিষ্কারের কথা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে কর উক্ত সভ্যতার শিল্পের সমৃদ্ধির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সম্পর্ক ছিল'? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশর তিনটি মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

খ তিনটি মহাদেশ দ্বারা ঘিরে থাকা মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণে সুদান ও অন্যান্য আফ্রিকার দেশ। এর মোট আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ঘটনা বর্ণনা কর।

ঘ 'সিন্ধু সভ্যতার শিল্পের সমৃদ্ধির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সম্পর্ক ছিল'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৬

ছক-ক	ছক-খ
১. অক্টোভিয়াস সিজার ২. মার্ক এন্টনি ৩. লেপিডাস	১. কূপ ও স্নানাগার ২. জল নিষ্কাশন ৩. ল্যাম্পপোস্ট ৪. বাটখারা

◀ শিখনফল-২ ও ৪ ★ [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. কলোসিয়াম কী? ১

খ. রোমান আইন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-'ক' তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সভ্যতাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-'খ' সিন্ধু সভ্যতার কোন অবদানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কলোসিয়াম রোমের একটি নাট্যশালা।

খ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন।

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখে রাখেন এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষকে সমান হিসেবে ভাবা হতো।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ রোমান সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ নগর পরিকল্পনায় সিন্ধু সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৭

১. সবচেয়ে বড় শহর ২. বাড়ি রোদে পোড়ানো ও ইট দিয়ে তৈরি ৩. ল্যাম্পপোস্ট ৪. ২৫০০ সিল		১. টাইরান্ট ২. এসকাইলাস ৩. হেলনিক সংস্কৃতি ৪. প্রমিথিউস
চিত্র-ক		চিত্র-খ

◀ শিখনফল-২ ও ৩

ক. বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে? ১
খ. গ্রিক সভ্যতায় দাসদের সন্তানের জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কেন? ২
গ. 'ক' নামক চিত্রে কোন সভ্যতার তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. গ্রিক সভ্যতা চিত্র 'খ' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল– আলোচনা করো। ৪

প্রশ্ন ▶৮ দৃশ্যপট-১ : হাশিম পাকিস্তানের নাগরিক। তিনি বিদেশি পর্যটকদের গাইড হিসেবে কাজ করেন। একদল ব্রিটিশ পর্যটকদের তিনি তার দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ঘুরিয়ে দেখান। তারা দুইটি প্রাচীন নগরীতে যায় এবং পর্যটকরা তা দেখে বিস্মিত হয়। এর আগে এমন সভ্যতা তারা দেখেনি।

দৃশ্যপট-২ : রাব্বি সাহেব একজন শিল্পপতি। তার প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন পালনে তিনি কঠোর ছিলেন। এ জন্য তিনি সব নিয়ম একটি চার্টে লিখে দরজায় ঝুলিয়ে দেন। সবার মৌলিক অধিকার রক্ষার বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দেন এবং সবাইকে সমান অধিকার দেন।

◀ *শিখনফল-২ ও ৪ [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]*

ক. নোম কী? ১
খ. স্পার্টানদেরকে যোদ্ধা জাতি বলা হয় কেন? ২
গ. দৃশ্যপট-১ এ পর্যটকদের দেখানো নগর সভ্যতাটির নাম কী? এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-২ এ রাব্বি সাহেবের প্রতিষ্ঠানে যে নিয়ম প্রচলিত তার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সভ্যতার মিল রয়েছে? আইনের ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶৯ ২০১৬ সালে ব্রাজিলে অলিম্পিক খেলার যে আসর বসেছিল তাতে পলাশ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সাঁতারে অংশ নিয়েছিল। এ খেলাটি প্রবর্তনে গ্রিসের অবদান চিরস্মরণীয়। তাদের এ উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

◀ *শিখনফল-৩ [বাংলাবাজার গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]*

ক. ফারাওরা নিজেদের কোন দেবতার বংশধর মনে করতেন? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল? ২
গ. পলাশের অংশগ্রহণ করা খেলার আসরটি বর্তমানে বিশ্বের ভেদাভেদ ভুলতে কীরূপ ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সভ্যতার বিকাশে এ আসরের আদি আয়োজকদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. মিশরের উত্তরে কোনটির অবস্থান?
ক ভূ-মধ্যসাগর খ লোহিত সাগর
গ সাহারা মরুভূমি ঘ কাস্পিয়ান সাগর

২. নলখাগড়া থেকে কাগজ বানাতো কারা?
ক মিশরীয়রা খ গ্রিকরা
গ পারসিকরা ঘ অ্যাসেরীয়রা

৩. মিশরের আয়তন কত? (জ্ঞান)
ক প্রায় এক লক্ষ বর্গমাইল
খ প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল
গ প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল
ঘ প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল

৪. নারমার বা মেনেস মিশরের প্রথম নরপতি ও ফারাও হন কীভাবে?
ক যুদ্ধে জয়লাভ করে
খ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা অর্জন করে
গ সমগ্র মিশরকে একত্রিত করে
ঘ অন্যান্য অঞ্চল জয় করে

৫. নীলনদ কোথায় পতিত হয়েছে?
ক আরব সাগরে
খ লোহিত সাগরে
গ ভূমধ্যসাগরে
ঘ আটলান্টিক মহাসাগরে

৬. মিশরীয়দের প্রধান পুরোহিত কে ছিলেন?
ক ফারাও নিজে
খ ধর্মগুরু
গ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত
ঘ মন্দিরের প্রধান

৭. প্রথম দিকে মিশরীয়রা মনের ভাব প্রকাশ করত কীভাবে?
ক ছবি এঁকে খ লিখে
গ কথা বলে ঘ ইশারায়

৮. মিশরীয়দের ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়—
i. সমাধিতে
ii. সৌধে
iii. মন্দিরের প্রবেশ পথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. পরিকল্পিত নগরী কোন সভ্যতার অবদান—
ক রোমান খ সিন্ধু
গ চৈনিক ঘ মিসরীয়

১০. মহেঞ্জোদারোতে খনন কাজ করা হয় কার নেতৃত্বে?
ক জন মার্শাল
খ দয়ারাম সাহানী
গ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. সিন্ধু সভ্যতায় কৃষকেরা কোথায় বাস করত?
ক শহরে খ গ্রামে
গ নগরে ঘ বন্দরে

১২. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা তামা ও টিনের মিশ্রণে কী তৈরি করত?
ক কাঁসা খ পিতল
গ ব্রোঞ্জ ঘ অ্যালুমিনিয়াম

১৩. কোন শতকে গ্রিক সভ্যতার সঠিক ইতিহাস জানা যায়?
ক সতেরো শতকে খ আঠারো শতকে
গ উনিশ শতকে ঘ বিশ শতকে

১৪. গ্রিক সভ্যতার সঠিক ইতিহাস জানা যায় কীভাবে?
ক হোমারের রচনার মাধ্যমে
খ এরিস্টটলের রচনা দ্বারা
গ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে
ঘ হেরোডোটাসের বর্ণনার মাধ্যমে

১৫. মাইসিনিয় বা এচিয়ান সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?
ক মিশরে খ গ্রিসে
গ মেসোপটেমিয়ায় ঘ চীনে

১৬. স্পার্টায় সুযোগ পেলেই কারা বিদ্রোহ করত?
ক সামরিক বাহিনী সদস্যরা
খ জামিদাররা
গ ডোরীয় অধিবাসীরা
ঘ জলদস্যুরা

১৭. এথেন্সের পতন হয় কাদের কাছে?
ক রোম খ স্পার্টা
গ ডোরীয় ঘ মিনিয়ন

১৮. সক্রেটিসের শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী ছিল?
ক আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা
খ সামাজিক উন্নয়ন
গ রাজনৈতিক উন্নয়ন
ঘ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন

১৯. রোমীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিসের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম?
ক গণসভার খ আইনসভার
গ রাজসভার ঘ সিনেটের

২০. রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সবক্ষেত্রেই কাদের প্রভাব ছিল?
ক গ্রিকের খ ফরাসিদের
গ মিশরীয়দের ঘ ইংরেজদের

২১. স্টোইকবাদী দর্শন কোথায় বেশ জনপ্রিয় ছিল?
ক রোমে খ গ্রিসে
গ এথেন্সে ঘ মিশরে

২২. হরপ্পার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইমারত ছিল—
ক স্নানাগার খ বিচারালয়
গ দোতলা বাড়ি ঘ শস্যাগার

২৩. টাইবার নদীর অবস্থান কোথায়?
ক গ্রিসে খ ভারতে
গ রোমে ঘ চীনে

২৪. মহাকাব্য 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' রচনা করেন কে?
ক সক্রেটিস খ প্লেটো
গ ফেরদৌসি ঘ হোমার

২৫. মিশরের লিখন পদ্ধতি ছিল—
i. প্রথম পর্যায়ে চিত্রভিত্তিক
ii. দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষরভিত্তিক
iii. তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণভিত্তিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো—
i. আইন পালন বাধ্যতামূলক
ii. মৌলিক অধিকার রক্ষা
iii. দাস প্রথার স্বীকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কিরনের বাবা একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি বিভিন্ন দেশে গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র রপ্তানি করেন।

২৭. কিরনের বাবার রপ্তানি পণ্যের সাথে কোন সভ্যতার মিল রয়েছে?
ক গ্রিক খ মিশরীয়
গ আসিরীয় ঘ রোম

২৮. উক্ত সভ্যতার অর্থনীতি—
i. কৃষিনির্ভর
ii. ব্যবসায় নির্ভর
iii. শিল্প নির্ভর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. পৃথিবীতে প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে কারা?
ক গ্রিকরা খ পারসিকরা
গ মিশরীয়রা ঘ অ্যাসেরীয়রা

৩০. সিন্ধু সভ্যতার আলোকে পরিকল্পনাবিদরা একটি শহর গড়ে তুলল। এ নতুন শহরে রয়েছে—
i. প্রশস্ত রাস্তা
ii. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
iii. বৃহৎ মিলানায়তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১. ▶ দশম শ্রেণির ছাত্রী রুনা ও বীণা পাঠ্যবই থেকে বলে, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ব্যাপক অবদান রেখেছে গ্রিকরা। অন্যদিকে মজবুত আইনের ক্ষেত্রে রোমানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তামার ব্রোঞ্জপাত্রে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংরক্ষণ করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল এ সভ্যতা অত্যন্ত দক্ষ।

ক. কখন অলিম্পিক খেলা শুরু হয়? ১
খ. মাইসিনিয় সভ্যতা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে রুনা ও বীণার উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রোমান আইন ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের আইন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২. ▶মালয়েশিয়ার সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য 'পুত্রজায়া' নামক নতুন একটি রাজধানী শহর নির্মাণ করেছেন। যেখানে রয়েছে বড় বড় রাস্তা, সুউচ্চ অট্টালিকা, পরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ক. মিশরের মোট আয়তন কত? ১
খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের নগরজীবনের সাথে কোন সভ্যতার নগরজীবনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিল্পের ক্ষেত্রেও উক্ত সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. ▶ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতম এক সভ্যতায় একটি নাট্যশালার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে একসাথে ৫৬০০ দর্শক বসে নাটক দেখতে পারে। এ সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আইনে। আধুনিক বিশ্বসভ্যতায় বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে উক্ত প্রাচীন সভ্যতার আইনের ওপর নির্ভরশীল।

ক. গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে ছিলেন? ১
খ. রোমান সভ্যতার সময়কাল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত রয়েছে? উক্ত সভ্যতার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানে অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আইনের ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম'— মূল্যায়ন কর। ৪

৪. ▶ ইতিহাসের শিক্ষক জনাব 'ম' তার ছাত্রদের বললেন, জ্যামিতি ও পাটিগণিতের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু জান? যারা এটা আবিষ্কার করেছেন তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌরপঞ্জিকা ও ৩৬৫ দিনে এক বছর তা আবিষ্কার করেন। ঐ সভ্যতার মানুষরা চিত্র এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত যা হায়ারোগ্লিফিক নামে পরিচিত।

ক. আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে কোন আইনের ওপর নির্ভরশীল? ১
খ. হায়ারোগ্লিফিক বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সভ্যতার লিখন পদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. ▶ একেএম শাহনাজ হোসেন একটি গ্রন্থে প্রাচীন একটি সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মহাকবি হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এই কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। আর তারা সন্ধান পায় মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশত নগরীর ধ্বংসস্তূপের।

ক. মিশরীয় সভ্যতার উদ্ভাবিত কাগজের নাম কী? ১
খ. চিকিৎসাশাস্ত্রে মিশরীয় সভ্যতার অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতায় যে ব্যতিক্রমধর্মী নাগরিকদের ধারণা পাওয়া যায় তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. ▶ মাহফুজ সাহেব একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি তিনি গুরুত্ব দেন। তার মূল উদ্দেশ্য আনুগত্য ও শৃংঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া। দাস ও মেয়েদের তার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

ক. ডোরীয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করে খ্রিষ্টপূর্ব কত অব্দে? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি কোন সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সভ্যতার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার পটভূমি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. ▶আইনের ছাত্রী রোমানা আফরোজ মনে করেন, আইনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি সভ্যতা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশেষ করে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে তারা সক্ষম হন। তাদের আইনকে ৩টি শাখায় ভাগ করা হয়েছিল। এ আইন লিখিত ও অলিখিত দু'রকমই ছিল। আধুনিক বিশ্বও সম্পূর্ণরূপে তাদের আইনের ওপর নির্ভরশীল।

ক. অ্যাসিরীয়রা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে কখন? ১
খ. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার জনজীবনে ধর্মীয় প্রভাব কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার আইন প্রণয়নের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার ধর্ম ও দর্শন গ্রিক সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল– এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৮. ▶নবনিতা ছাত্রী হিসেবে খারাপ নয়, কিন্তু অমনোযোগী। গণিতে সে খুবই ভালো। তার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জ্যামিতি ও পাটি গণিতের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু জান? যারা এটা আবিষ্কার করেছেন তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌরপঞ্জিকা ও ৩৬৫ দিনে এক বছর তা আবিষ্কার করেন। ঐ সভ্যতার মানুষরা চিত্র এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত যা হায়ারোগ্লিফিক নামে পরিচিত'।

ক. কলোসিয়াম নাট্যশালা নির্মিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১
খ. রোমান সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সভ্যতার লিখন পদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৯. ▶সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের নান্দনিক রচনার সূতিকাগার হিসেবে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। হৃদিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। ইলিয়ড, ওডিসি পড়তে তার অনেক ভালো লাগে। তবে সে শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস ও দর্শনেরও অন্যতম ভক্ত। সে ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস, নাটকের জনক এসকাইলাস এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক থুকিডাইডিসকে নিয়ে অনেক গবেষণা করে।

ক. রোমে কোন দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল? ১
খ. গ্রিক সভ্যতায় অলিম্পিক খেলার কীরূপ প্রভাব পড়েছিল? ২
গ. উদ্দীপক কোন সভ্যতার ইঙ্গিত দেয়? উক্ত সভ্যতার সাহিত্যচর্চা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার ধর্ম ও দর্শন বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. ▶ ইতিহাসে 'ক' সভ্যতার মানুষ তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ বিদেশে এমন এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এক অধ্যায়। তাদের রয়েছে উদারতার মহান দৃষ্টান্ত, হিংস্রতার সাথে আছে মহৎ সৃষ্টি; ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্পৃহা এবং সত্যের জন্য অসত্যের কাছে আত্মবলিদানের ইতিহাস। কি পদার্থ বিদ্যা, কি দর্শন, কি ভূগোল, কি সাহিত্য; জ্ঞানের প্রতিটি শাখায়ই রয়েছে তাদের উর্বর মননের সুস্পষ্ট ছাপ।

ক. কোথায় অলিম্পিক খেলা শুরু হয়? ১
খ. নগররাষ্ট্র স্পার্টা ছিল সামরিক ছাউনি – ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা কোন সভ্যতার অবদান বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ধর্ম ও দর্শনে উক্ত সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. ▶ বিজ্ঞানে আমাদের দেশ কতটা এগিয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। আবদুল্লাহ-আল-মুতীও ছিলেন আমাদের জন্য গর্বের। তেমনি প্রাচীন সভ্যতার একজন বিজ্ঞানী প্লিনিকে নিয়েও একটি সভ্যতার লোকেরা গর্ব করতেন।

ক. রোম শহর কয়টি পর্বতের উপর অবস্থিত? ১
খ. মানব সভ্যতার শুরু হয় কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রাচীন সভ্যতার বিজ্ঞানের অবদানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার ধর্মীয় বিকাশধারা বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	গ	৬	ক	৭	ক	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ
১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ